



38623 - রোগা অবস্থায় যার স্বপ্নদোষ হয়েছে কনিতু সত বীৰ্যরে কনন আলামত দখেনন

প্রশ্ন

রোগা অবস্থায় আমার স্বপ্নদোষ হয়েছে। কনিতু, আমি ঘুম থকে জগে বীৰ্যপাতরে কনন কছি দখেতে পাইনি। এর মানে আমি বীৰ্যপাত না করে স্বপ্ন দখেছি। এমতাবস্থায় আমি কি গোসল করে আমার রোগা পূরণ করব; নাকি গোসল না করই পূরণ করব; নাকি রোগা ভঙ্গে ফলেব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

যে ব্যক্তরি স্বপ্নদোষ হয়েছে এরপর ঘুম থকে জাগার পর সত বীৰ্যরে কনন আলামত তার কাপড়ে দখেতে পায়নি তার উপর গোসল আবশ্যক হব না।

ইবনে কুদামা 'আল-মুগনি' গ্রন্থে বলেন:

যে ব্যক্তরি স্বপ্নদোষ হওয়াটা সত জনেছে, কনিতু (পশোক) বীৰ্য পায়নি তার উপরে গোসল ফরয নয়। ইবনুল মুনযরি বলেন: যত জন আলমেরে অভমিত আমার মুখস্ত আছে তারা সকলে এই মতরে উপর ইজমা করছেন।

উম্মে সালামা (রাঃ) বরণনা করনে যে, উম্মে সুলাইম (রাঃ) বললনে: ইয়া রাসূলুল্লাহ! কনন মহলিার যদি স্বপ্নদোষ হয় তাহলে কি তার উপর গোসল ফরয হব? তনি বললনে: হ্যাঁ; যদি পানি (বীৰ্য) দখে।[সহি বুখারী ও সহি মুসলমি] এ হাদসি নরিদশে করছে যে, যদি পানি (বীৰ্য) না দখে তাহলে তার উপর গোসল ফরয নয়।[সমাপ্ত]

দুই:

স্বপ্নদোষের কারণে রোগা ভঙ্গ হব না। কারণ স্বপ্নদোষ রোগাদাররে অনচ্ছায় ঘটতে থাকে।

ইমাম নববী 'আল-মাজমু' গ্রন্থে বলেন:

আলমেগণরে ইজমা হচ্ছ- কারো স্বপ্নদোষ হলে রোগা ভঙ্গব না। কারণ সত ব্যক্তি এক্ষত্রে অপারগ। যমেন- কারো



অনচ্ছা সত্বেও কোন একটি মাছ যদি উড়ে এসে কারো পটে ঢুকতে যায়। এ মাসয়ালার দলিলের ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে-
ভিত্তি। পক্ষান্তরে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত: “যে ব্যক্তি বিমর্ষিত হয়ে, কথিবা যার স্বপ্নদোষ
হয়ছে, কথিবা যে শঙ্কিত হয়ে গেছে তার রোযা ভাঙবে না” হাদিসটি ‘যয়ফি’ (দুর্বল); যা দলিল পশে করার উপযুক্ত
নয়।[সমাপ্ত]

তিনি ‘মুগনি’ গ্রন্থে (৪/৩৬৩) আরও বলেন:

কারো যদি স্বপ্নদোষ হয় তার রোযা ভাঙবে না। কনেনা স্বপ্নদোষ তার অনচ্ছায় ঘটে থাকে। সুতরাং এটি ঐ মাসয়ালার
সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ – কটে যদি ঘুমিয়ে থাকে আর তার গলার ভেতরে কোন কিছু ঢুকতে যায়।[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে দিনের বেলায় ঘুমিয়েছে এবং তার স্বপ্নদোষ
হয়ছে, বীর্যও বের হয়েছিল; সে কি ঐ দিনের রোযার কাযা পালন করবে?

জবাবে তিনি বলেন:

তার উপর কাযা আবশ্যিক নয়। কনেনা স্বপ্নদোষ তার ইচ্ছাধীন নয়। কিন্তু, তার উপর গোসল ফরয; যদি বীর্য দেখে
থাকে।[মাজমুউল ফাতাওয়া (১৫/২৭৬)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল রমযানের দিনের বেলায় যার স্বপ্নদোষ হয়েছিল?

জবাবে তিনি বলেন: তার রোযা সহি। স্বপ্নদোষের কারণে রোযা ভাঙবে না। কনেনা স্বপ্নদোষ তার এখতিয়ারে নই।
ঘুমন্ত অবস্থায় কলম তুলে রাখা হয়।[সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (১০/২৭৪) এসছে:

যে ব্যক্তির রোযা অবস্থায় কথিবা হজ্জ বা উমরার ইহরাম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হয়েছিল তার কোন গুনাহ নই; তার উপর
কাফফারা নই। এটি তার রোযার উপর, হজ্জের উপর বা উমরার উপর কোন প্রভাব ফলেবে না। তার উপর ফরয হল:
জানাবাতের গোসল করা; যদি সে বীর্যপাত করে থাকে।[সমাপ্ত]